Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501048 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Translation of Gitanjali in English: Context, Transformation and Global Appeal
গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ: প্রেক্ষাপট, রূপান্তর ও বৈশ্বিক আবেদন

Chandrima Chatterjee
Researcher
Bengali Department
Visva-Bharati

Received on: 17th May 2026
Accepted on: 27th May 2026

Abstract:
This paper analyzes the cross-cultural transfiguration and phenomenal global reception of Rabindranath Tagore's Gitanjali (Song Offerings) following its historic 1912 translation. Initiated as an intimate creative refuge during a period of Shilaidaha, Tagore's English rendering evolved from a modest Bengali publication into a monumental literary triumph that earned the East its first Nobel Prize in 1913. Moving beyond literal translation, Tagore, introducing a majestic, archaic diction, and reframing deep indigenous spiritual motifs like 'Jivandevata' into localized paradigms of emotional and romantic longing to suit Western sensibilities. Amidst the existential terror of an impending World War, European readers and legendary figures like W.B. Yeats embraced Tagore not merely as an exotic artist, but as a comforting, prophetic soul offering a vital language of spiritual deliverance. Ultimately, by untangling the debates surrounding Yeats's editorial collaboration, this paper demonstrates how Gitanjali stands as a brilliant, standalone bridge between the hemispheres, demonstrating that its enduring universal appeal lies in its deliberate poetic synthesis of Eastern mysticism and Western reality.

Key Words:
Nobel Prize, Causes Behind to Translate Geetanjali, World War-1, Some Relevant Letters, Consequence and Circumstances, Detail Discussion About Four poems from English Geetanjali

মূল প্রবন্ধ

'Dear Sir Rabindranath... It is nearly two years ago, that my dear eldest son went out to the War for the last time. and the day he said goodbye to me — my poet son, said these wonderful words of yours... 'When I leave, let these be my parting words: what my eyes have seen, what my life received, are unsurpassable'. And when

© Santiniketan Sahityapath

pocket book came back to me — I found these words written in his dear writing — with your name beneath'[১]... চিঠিটি ১৯২০তে লেখা। লিখেছেন Susan Owen রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর পুত্র Wilfred Owen, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যোদ্ধা, তথা কবি। Wilfred যুদ্ধে গিয়েছিলেন। কারণ ১৯১৪র পরিস্থিতি এমনি নিদারুণ; যুবাদের ঘরে বসে থাকার উপায় নেই। তিনি তাঁর মাকে যাবার সময় বলে যান রবীন্দ্রনাথের কিছু পংক্তি; আর যখন তাঁর মৃতদেহ ফিরে আসে ঘরে, তরুণ কবির পকেট থেকে তাঁর মা একটিই বই পান, যার নাম — 'GEETANJALI' (SONG OFFERINGS) By RABINDRANATH TAGORE.

খুব স্বাভাবিকভাবেই এই নিবন্ধের গোড়াপত্তনে এমন দৃষ্টান্ত দেওয়ার কারণ অর্থহীন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু নিছক গৌরচন্দ্রিকার জন্য নয়; কেবল এ বিষয়ে আলোকপাত করতেই এমন সূচনা যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত বাংলা গীতাঞ্জলি; নোবেল পূর্ববর্তী সময়ে যে বই তিন মাসে মাত্র চার হাজার কপি বিক্রি হয় — সেই বই ১৯১২তে অনূদিত হবার পর বাঙালি নয়; সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার ইউরোপের দরবারে এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার কারণ কী? শুধুমাত্র জনপ্রিয়ই নয় — আত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় কার্যত এই গ্রন্থ; যার জন্য যুদ্ধে যাওয়া যুবাও সঙ্গী করে এই বইখানি — এই ব্যাপক গ্রহণীয়তা সততই বিস্মিত করে আপামর রবীন্দ্রপ্রেমী পাঠকদের। বস্তুত এর কারণ অনুসন্ধান হেতু-ই আলোচ্য প্রবন্ধটির অবতারণা। কিছু পাঠ (মূল text এবং অনুবাদ) পাশাপাশি সাজিয়ে আমরা এই মৌলিক তফাৎ এবং অভিনবত্বকে বিচার করতে পারি। তবে, তারও পূর্বে এর ইতিহাস এবং এই বিস্ময়কর ঘটনা; যা তাঁকে এনে দিল বিশ্বকবির সম্মান, প্রাচ্যের ভারত পেল নোবেলজয়ের মর্যাদা; তা নিয়ে ঔৎসুক্যজনিত যে নানাবিধ মত-মতান্তরের চর্চা — তা নিয়ে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলার, ১৯১২ সালের ১৯ মার্চ রবীন্দ্রনাথ 'City of Paris' নামক জাহাজে চড়ে বিলাসযাত্রার জন্য অগ্রসর হন। ১৮৯০ সালের পর, অর্থাৎ প্রায় ২৩ বছর পর তাঁর ফের বিলাতযাত্রা। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে সকালেই তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলত তাঁর যাত্রা স্থগিত হয় এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ২৪ মার্চ তিনি শিলাইদহে বিশ্রাম হেতু গমন করেন। ২৫ মার্চ ১৯১২এ মহিমচন্দ্র সরকারের প্রথম কন্যা কাদম্বিনী দত্তকে (প্রাণগোপাল দত্তের স্ত্রী) চিঠিতে জানান, 'মাতঃ, বাধা পড়িল — যাত্রার দিন প্রাতে এমন মাথা ঘুরিয়া শয্যাগত করিল যে কোনোমতেই উঠিবার শক্তি রহিল না... এখনো মাথার পরিশ্রম নিষেধ। শিলাইদহে নির্জনে পালাইয়া আসিয়াছি।'[২] কিন্তু মাথার পরিশ্রম ব্যতিরেকে কবির যাপন অসহনীয়। কাজেই খানিক মানসিক স্বস্তি পেতেই তিনি তাঁর ডায়েরির পাতায় শুরু করেন, তাঁর লেখা 'গীতিমাল্য' কাব্যগ্রন্থের দুটি কবিতার অনুবাদ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'গীতিমাল্য' তখনো প্রকাশিত হয় নি। ফলত এক পাণ্ডুলিপি থেকেই আরেক অবিস্মরণীয় পাণ্ডুলিপির সেই প্রথম হাতেখড়ি ঘটল — এমন বলা যেতেই পারে। প্রথম কবিতাটি — 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ' এবং দ্বিতীয়টি — 'কোলাহল তো বারণ হল'। ঠিক এই জায়গা থেকেই একাধিক প্রশ্ন উঠে আসে পাঠক মনে। যেমন, গ্রন্থের নাম কেন গীতাঞ্জলি হলো? গীতিমাল্যর গান-ই বা কেন সংকলিত হলো- ইত্যাদি। এসব প্রশ্ন নিরসনের পূর্বে কয়েকটি বিষয় বলা আবশ্যক।

১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রথম অনুবাদ করেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। এর পূর্বে বিদেশে এডওয়ার্ড টমসন তাঁর কিছু কবিতার অনুবাদ করেন। এছাড়াও স্বয়ং জগদীশচন্দ্র বসু, লোকেন পালিত-সহ একাধিক গুণীজন কবির কবিতা অনূদিত করেন। তা জনপ্রিয় না হলেও পাঠকমহলে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'মানসী'র পাণ্ডুলিপির শেষ পাতায় (১৮৮৭-১৮৯০) 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটির ইংরাজি অনুবাদ আংশিকরূপে করেন যার নাম — 'Desire for a Human Soul'। পরে ১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ এটি সংস্কার করে 'Lover's Gift' নামে অনুবাদ সংকলনে স্থান দেন। কিন্তু অনুবাদকর্মে ব্রতী হয়ে অনুবাদ করছেন — ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এমন নজির পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে অনেক বদ্ধমূল ধারণা পাঠকমহলে সমাদৃত। যেমন, তাঁর ইংরেজিতে আত্মপ্রকাশ কবির খেয়াল কিংবা, বিলেত প্রস্তুত ছিল না কবির কবিতা গ্রহণ করার জন্য ইত্যাদি। এইসকল বক্তব্য অনেকাংশেই ভিত্তিহীন। কারণ এডওয়ার্ড টমসন'কে লেখা একটি চিঠি থেকে এ বিষয়ে আমরা খানিক ধারণা পেতে পারি। তিনি জানান, ১৯১১ সালে চিত্রশিল্পে আগ্রহবশত রোটেনস্টাইনের জোড়াসাঁকোয় প্রথম আগমন এবং অবনীন্দ্রনাথের সৌজন্যই কবির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। তখন কবি নিজেকে ঠাকুরবাড়ির একজন বলেই পরিচয় দেন। লন্ডন যাওয়া যখন তাঁর স্থগিত-ই হলো, তখন তিনি খানিক একাকীত্ব দূর করতেই এই কাজে হাত দেন। নিরলস গদ্যচালে অনুবাদ করেন কবিতাগুলি। খানিক ক্লাসিকাল টাচ দিতে চান এই অনুবাদে (যদিও

© Santiniketan Sahityapath

তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নাও হতে পারে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, আমেদাবাদের শাহিবাগে কাটানো বিনিদ্র দুপুরে দান্তে, পেত্রার্ক পড়ার ফল)। পরে বিলেতে গিয়ে রোটেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনি এই অনুবাদগুলি তাঁকে দেখান। টমসনকে লেখা চিঠিটির বয়ান এইরকম: 'So, I went to Shileidia, and simply to while away time, I translated those Gitanjali Songs... I had met him at Abanindranath's place (Rothenstein), but no one had told him I was a poet; he just knew me as one of the Tagore family... Could I give him any idea of my work?'[৩]

অতএব ১৬টি 'গীতিমাল্য'র কবিতা, ১৬টি (আদতে ১৭টি, দুটি জুড়ে একটি কবিতা করা হয়েছে) 'নৈবেদ্য'র কবিতা, ১১টি 'খেয়া'র কবিতা, ৩টি 'শিশু'র কবিতা, 'কল্পনা', 'স্মরণ', 'চৈতালি', 'উৎসর্গ' থেকে ১টি করে কবিতা, 'অচলায়তন' নাটক থেকে একটি গান বা কবিতা এবং ৫০টি 'গীতাঞ্জলি' থেকে গৃহীত কবিতার অনুবাদ দিয়ে সাজানো হলো ইংরেজি গীতাঞ্জলি। ১৯১২ সালে India Society নামক ভারতীয় এক সংগঠন কর্তৃক প্রথম প্রকাশ ঘটল অনূদিত গীতাঞ্জলির। এর কিছু পরেই ম্যাকমিলান কোম্পানি, এর কপিরাইট কিনে নেন এবং ১৯১৩ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে তা প্রকাশ করেন। ১৯১৩ সালের ১০ নভেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবির আসন লাভ করেন; জয় করেন নোবেল পুরস্কার। এর মধ্যবর্তী সময়ে এর প্রয়োজনীয়তা কতখানি ছিল, তার দিকে আলোকপাত করলে দেখা যাবে, জুলাইতে দুটি মুদ্রণ, অক্টোবরে ৩টি মুদ্রণ প্রকাশ করতে বাধ্য হয় ম্যাকমিলান কোম্পানি। কারণ, এই মধ্যবর্তী কয়েক মাসে প্রায় ৮ লক্ষ কপিরও বেশি বিক্রি হয় ইংরেজি গীতাঞ্জলি (দ্রষ্টব্য ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রবাসী পত্রিকার তথ্য)। এই একই সময়ে সরোজিনী নাইডু একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন, 'I happened to be in England when Gitanjali was published. My great friend, the great Irish poet of his generation, William Butler Yeats was mad when he read Gitanjali in translation. He absolutely went mad... we saw spectacles, sometimes comic, but very sincere, of five old ladies sitting in row in a bus and reading Gitanjali.'[৪] অতএব, গীতাঞ্জলির জনপ্রিয়তা এক অর্থে মুগ্ধ করেছিল ইউরোপবাসীকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরা কার্যত প্রফেটরূপে বরণ করেছিলেন 'very beautiful with beard, locks and robe' রবীন্দ্রনাথকে। যে দৈন্য তাদের দিবারাত্র অস্থির করে তুলেছিল, তার থেকে মুক্তির চাবিকাঠি রূপে ধরা দিয়েছিল গীতাঞ্জলির কবিতা। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, বাংলা গীতাঞ্জলিতে ঈশ্বর ভাবনা বকলমে 'জীবনদেবতা' যে-রূপে ধরা দেয় ইংরেজি অনুবাদেও কী তা একই রূপে ধরা পড়েছিল? কী সেই তফাৎ, তার একাধিক উদাহরণ দিয়েছেন বহু গুণী রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ। আলোচ্য নিবন্ধে নির্বাচিত চারটি কবিতা দিয়ে বিষয়টি উপস্থাপন করার প্রয়াস করা হলো:

১. আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ:

শিলাইদহে থাকাকালীন তিনি সর্বপ্রথম এই গানটির-ই অনুবাদ করেন। গানটি 'গীতিমাল্য'র ৭ সংখ্যক গান বা গীতিকবিতা। ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে এটি ৪৪ সংখ্যক কবিতা হিসাবে সংকলিত হয়। এই কবিতার প্রথম পরিবর্তন ঘটে দ্বিতীয় পংক্তিতেই। 'খেলে যায় রৌদ্রছায়া বর্ষা আসে বসন্ত'... এর অনুবাদে কবি লেখেন, 'the rain comes in the wake of the summer?' এখানে এই পরিবর্তন যথাযথ। কারণ, বসন্ত বা Spring পাশ্চাত্যে রমণীয় নয়। তাদের কাছে উপভোগ্য Summer, শীতের তীব্রতা শেষে Summurএর নরম রোদের পরশ তাদেরকে জীবনীশক্তি ফিরিয়ে দেয়। ফলত এখানে আক্ষরিকভাবে Spring কথাটি বসালে বিচ্যুতি ঘটত। কিন্তু এরপর তিনি বাতাস বহে সুমন্দ'র অনুবাদে লেখেন; 'breath of passing breeze is sweet.' এখানেই প্রশ্ন 'সুমন্দ'র প্রতিশব্দ হিসাবে Sweet আদৌ প্রযোজ্য শব্দ? gentle কথাটি কী ব্যবহার করা যেত না? এরপরেই কবি লেখেন, 'and I know that of a sudden the happy moment will arrive when I shall see' যার বাংলা — 'শুভক্ষণ হঠাৎ এলে তখনি পাবো দেখা'— এখন প্রশ্ন এই, 'শুভক্ষণ' অর্থে আক্ষরিকভাবে 'Happy moment' শব্দবন্ধটি কী সমান গুরুত্ব বজায় রাখে? আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক লেখায় 'দুঃখরাতের রাজা'কেও বরণ করেছেন শুভশক্তি হিসাবে। ঝড়কে করতে চেয়েছেন 'মিতে' — ঝড়ের রাতে পরাণসখা'ই ধরা দিয়েছে পরম রূপে। সুতরাং ইংরেজি 'Happy' শব্দটি এক্ষেত্রে কবিতার মূল দর্শনটিকে ক্ষুণ্ণ করেছে বলে মনে করা যেতে পারে। এই কবিতার শেষ পংক্তিটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। 'তখন রহি রহি ভেসে আসে সুগন্ধ'। এর ইংরেজি তর্জমা: 'In the meanwhile the air is filling with the perfume of promise'। এখানে কবি কার্যত উল্লেখ করে দিলেন, যে সুগন্ধ ভেসে

© Santiniketan Sahityapath

আসে, তা প্রতিজ্ঞার সৌরভ। কোন্ প্রতিজ্ঞা? আক্ষরিক তথা 'Happy moment' প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা। বাঙালি পাঠকের কাছে পরমের জন্য অপেক্ষার প্রতিজ্ঞা বিষয়টি অনেক বড়ো দর্শন নিয়ে ধরা দিলেও, বিশ্বযুদ্ধের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভীত ইউরোপবাসীকে আশ্বাসদানের জন্য এই সুদিনের স্বপ্ন দেখানো প্রয়োজন ছিল। তাই এটি সদর্থক পরিবর্তন বলে মনে করা যেতে পারে। আর তাই-ই এর জনপ্রিয়তার কারণও বটে।

২. হার মানা হার পরাবো তোমার গলে:

এই কবিতাটি 'গীতিমাল্য'র ২৪ সংখ্যক কবিতা যা ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র ৯৮ স্যংখ্যক কবিতা হিসাবে সংকলিত হয়েছে। এই কবিতাটির সারল্য বাঙালি পাঠকমানকে ছুঁয়ে যায়। সুর ব্যতিরেকেও এর 'Lyrical essence' পাঠক হৃদয়কে আকুল করে। অথচ এই কবিতার ইংরেজি অনুবাদের গোড়ায় কবি লিখছেন, 'I will deck thee with trophies, garland of my defeat. It is never in my power to escape unconquered?'... অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার হেরে যাওয়া জয়মাল্য দিয়ে সাজাবো। কারণ অপরাজয়ের ক্ষমতা থেকে আমি পালিয়ে থাকতে পারবো না। এই অনুবাদ অত্যন্ত কেঠো, নদীমাতৃক বাংলার কোমল স্বর এখানে ম্লান। শুধু তাই নয়, অনুবাদকালে কবির মানসচক্ষে যে আগত যুদ্ধের ভয়াবহতা ফুটে উঠেছিল; তার ছাপও এখানে স্পষ্ট। পরবর্তীতে, 'শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে প্রাণ' — একথার তর্জমায় বলা হচ্ছে, 'My empty heart will sob out in music like a hollow reed?' তিনি বাঁশিকে Pipe বলতেই পারতেন। কিন্তু 'Hollow reed' বলার মধ্য দিয়ে শুধু ফাঁকা মন-ই নয়; নিরাশায় ন্যুব্জ অন্তঃসারহীন বিশ্বকে ইঙ্গিত করলেন কী? এই প্রশ্ন থেকেই যায়। এরপর 'আকাশ জুড়িয়া চাহিবে কাহার আঁখি'তে তিনি আকাশের অনুবাদে যোগ করলেন বিশেষণ — 'Blue sky!' এমন বলা তর্জমায় উৎকর্ষের স্বাদ এনে দেয়। এবং কোথাও নীল আকাশের চোখ রাখার মধ্যে আকাশী স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার উদ্দীপনাকেও জাগিয়ে দেয়। ফলত এটি সার্থক প্রয়োগ, যেখানে কাব্যিক সৌন্দর্যও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। শেষ পংক্তি, 'গভীর মরণ, লভিব চরণতলে' এর তর্জমায় কবি লিখছেন, 'utter death shall I receive at thy feet' — এখানে তর্জমায় কোনো অবনমন নেই। কিন্তু তফাৎ এখানেই — তোমার চরণতলে গভীর মরণ স্বীকার করা — এই 'তুমি' কোথাও গিয়ে জীবনদেবতার বা পরমের ধারণাকেই ব্যঞ্জিত করে। কিন্তু ইংরেজিতে 'Utter' শব্দটির মধ্য দিয়ে উচ্চারিত বা কাঙ্ক্ষিত মরণকে স্বীকার করার কথা বলা হচ্ছে। এই আকাঙ্ক্ষা 'thy feet'এ অর্পিত। এই চরণ তবে কী দেশমাতৃকার? এখানেই সমকালীন প্রতিবেশে ভাবনার ফারাক ঘটে যায়। ঘটে যায় বিশ্লেষণের বিভেদ। হয়তো এই চেতনাই সমসাময়িক পরিস্থিতিতে ইউরোপবাসীর মনে এনে দিয়েছিল জাগরণ। তাই-ই অনন্য হয়ে উঠছিল গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ।

৩. কে গো অন্তরতর সে:

এই কবিতাটি 'গীতিমাল্য'র ২২ সংখ্যক কবিতা। ইংরেজি গীতাঞ্জলি'র ৭২ সংখ্যক কবিতা হিসেবে স্থান পেয়েছে। এর অনুবাদ সম্পর্কে প্রথমেই বলার, মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রথম পংক্তির তর্জমা ছিল, 'It is he, the innermost one'; কিন্তু মূল গীতাঞ্জলির অনুবাদ গ্রন্থে এটি পরিবর্তিত হয়ে 'He it is, the innermost one' লেখা হয়েছে। এখন বিষয় এই 'It is he' বলতে বোঝায়, 'ইনিই তিনি'। আর, 'He it is' অর্থে তা আরো নির্দিষ্ট 'সে এই-ই'। অর্থাৎ, যার কথা বলা হচ্ছে 'The innermost one' তাকে আমি পেয়ে গেছি। অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য-জীবনের শেষ অধ্যায়ে অবধি এই অন্তরতর-র খোঁজ করেছেন। জিজ্ঞাসা করেছেন, 'কে তুমি?' উত্তর পাননি। এই কবিতাতেও লিখছেন, 'কে গো, অন্তরতর সে' অর্থাৎ 'Who is he?' এই সমগ্র রবীন্দ্রদর্শনে 'He it is' এটি define করে দেওয়ার মধ্যে কবিতাটির আপন সৌন্দর্যের ব্যাঘাত ঘটে গোড়াতেই। পরবর্তী পংক্তি, 'আমার চেতনা আমার বেদনা, তারই সুগভীর পরশে'এর তর্জমা, 'who awakens my being with his deep hidden touches' ওখানে, পরশটি যে একান্ত এবং লুক্কায়িত — তা সরাসরি জানাচ্ছেন কবি। বেদনার ভাগীদার নয়; বরং অস্তিত্বের চেতনা দান করছে সেই অগোচরের স্পর্শ, একথা জানাচ্ছেন তর্জমায়। অথচ শেষ স্তবকে, 'গোপনে গোপনে পরাণ ভুলায়' এর তর্জমা তিনি খানিক আগেই করে জানাচ্ছেন 'I forget myself'। কিন্তু সেখানে আর 'hidden' শব্দটি নেই। এছাড়া, 'ডুবালে সুধা সরসে' — এই পংক্তিটি কার্যত বাদ রাখছেন কবি তর্জমায়। এর কারণ, কী এই যে, বিশ্ব পরিস্থিতি তেমন নয় যে সুধারসে নিমজ্জিতে হলে চলবে! তাহলে প্রতিবেশই কী দায়ী? — এই প্রশ্ন করা যেতেই পারে। কিন্তু যখন শেষ পংক্তি 'নিতি নিতি রস বরষে'র তর্জমায় কবি লিখছেন, 'in many a guise, in many a rapture of joy and of sorrow', তখন তিনি ফের নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন, আনন্দ ও দুঃখ-ই হলো সেই সুধা। অথচ রবীন্দ্রপ্রেমী

© Santiniketan Sahityapath

পাঠক জানেন, এই সুধা 'অমৃত' যা সুখ-দুঃখের অতিরিক্ত কোনো অনুভূতি। তাকে 'জীবনদেবতা', 'মানসী', 'পরমানন্দ' ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা যায়। কিন্তু দৈনিক যাপনের সুখ-দুঃখের ক্লিশে অর্থে তাঁকে, তাঁর পরশকে বিশ্লেষণ করা যায় না। অতএব এই অনুবাদ কোথাও কবিতার বা রবীন্দ্রভাবনার মূল এসেন্সটি থেকে চ্যুত হয়েছে বলে মনে হয়। ইউরোপবাসী হয়তো কার্যত, এই রস আস্বাদন হতে বঞ্চিত হয়েছে — এমন বলা যেতে পারে।

৪. মেঘের পরে, মেঘ জমেছে:

এই কবিতাটি 'গীতাঞ্জলি'র ১৬ সংখ্যক কবিতা। ইংরেজি গীতাঞ্জলি'র ১৮ সংখ্যক কবিতা হিসাবে সংকলিত। কবিতাটি একটি জনপ্রিয় গানও বটে। এই কবিতাটিতে মূলত যে অভিযোগ ফুটে ওঠে, তা পরমের উদ্দেশ্যে বা জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তর্জমায় কবি স্পষ্ট করে দেন এই অনুযোগ ভালোবাসার মানুষটির কাছে — 'Ah love, why dost thou let me wait outside at the door all alone?' এই আর্তিটি নির্দিষ্ট করে দেওয়ায় মূল কবিতাটি খানিক 'off track' হয়ে গেল বলে মনে করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে, 'তোমারই আশ্বাসে' বসে থাকা এখানে হয়ে যায়, 'it is only for thee that I hope.' — 'hope' মানে আশা — আশ্বাস নয়। অথচ এখানে প্রেমিকের ঘরে ফেরা কী তবে যুদ্ধফেরত সৈনিকের ঘরে ফেরার আশার বাণীকেই ব্যঞ্জিত করে? দূরদ্রষ্টা কবি কী সেই ইঙ্গিত-ই তাঁর অনুবাদে রাখতে চেয়েছিলেন? মেঘের ঘনঘটা কী আসন্ন যুদ্ধের ভয়াল পরিস্থিতিকেই দ্যোতিত করে? — এমন পাঠক ভাবতেই পারেন। এই প্রশ্নটির যৌক্তিকতা আরো দৃঢ় হয় যদি আলোকপাত করা যায়, শেষ স্তবকের এই পংক্তিতে, 'দূরের পানে মেলে আঁখি' — এই দূর'কে তিনি অনুবাদ করেছেন এইভাবে 'Keep gazing on at the far away gloom of the sky?' অর্থাৎ বিষাদী আকাশের দিকে চেয়ে আছেন কবি। এই আকাশ বিষাদগ্রস্থ কেন? এই কি তবে আসন্ন যুদ্ধের আভাস? — এমনটা ভাবা ভিত্তিহীন নয়। একেবারে শেষ পংক্তিতে খেয়াল করব, 'পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায়'তে 'কেঁদে বেড়ায়' — এর প্রতিশব্দে তিনি লিখছেন 'Wailing' শব্দটি যার অর্থ 'হাহাকার'। কান্না অবশ্যই বেদনার; কিন্তু তার তীব্রতা হাহাকার সৃষ্টি করবে এমন জোরালো নাও হতে পারে। অথচ এখানে এই প্রয়োগটিই করেছেন কবি। এই দোষ কখনোই গুরুচণ্ডালী নয়। তবে কবিতাটি ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশের সময়কে মাথায় রেখে পড়লে তা পাঠকমনে এক অন্য আবেদন নিয়ে ধরা দেয়, যা হয়তো বাঙালির পরিচিত কবিমানস-এর Transparent ছবিকে মূর্ত করে না; কিন্তু অবিলম্বে এক মৌলিক দাবি নিয়ে উপস্থিত হয় ইউরোপের দরবারে।

অতএব এই চারটি গান বা কবিতা আলোচনা করে আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পেলাম, যা অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ ও গীতাঞ্জলি সম্পর্কে এক নতুন দিক উন্মোচন করে নিঃসন্দেহে। তার মধ্যে প্রথমটিতে অবশ্যই প্রাক্-বিশ্বযুদ্ধ পর্বে দাঁড়িয়ে থাকা অসহায় ইউরোপবাসীর চিন্তাধারাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অন্য এক ভঙ্গিমায়। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৭২ নং কবিতা এবং ইংরাজি গীতাঞ্জলির ৩৫ সংখ্যক কবিতাটি। বিশ্বজুড়ে যে ষড়্যন্ত্র ঘনিয়ে উঠেছিল; বিশ্ববাসীর সামনে স্বীয় কলমে তারই বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন কবি। এছাড়া আমরা পাই, অনুবাদগুলিতে 'Thee', 'Thou', 'Thy', 'Thus', 'Dost' — প্রভৃতি শব্দ; যা মূলত আধুনিক বিশ্বকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় শেক্সপিরিয় যুগে। এর কারণ সঠিক জানা নেই। কবিতাগুলিতে ওজস্বিতা আনতেই হয়তো এমন প্রয়োগ। কিংবা ক্লাসিকাল ছোঁয়ায় কবি ফের শিকড়ের টানে ফিরতেই, নিজের অতীতকে দেখারই পুনর্বার আহ্বান জানাচ্ছেন ইউরোপবাসীকে — এমনটা ভাবাও অসঙ্গত হবে না। তবে ৬ মে ১৯১৩এ তিনি ইন্দিরাদেবীকে চিঠিতে জানাচ্ছেন, 'গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমার কথা লিখেছিস। ওটা যে কেমন করে লিখলুম এবং কেমন করে লোকের এত ভালো লেগে গেল, সে কথা আমি আজ পর্যন্ত ভেবেই পেলুম না। আমি যে ইংরেজি লিখতে পারি নে একথাটা এমনি সাদা যে এ সম্বন্ধে লজ্জা করার মতো অভিমানটুকু আমার কোনোদিন ছিল না।'[৫] সুতরাং এই এক ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তৃতীয়ত, যে বিষয়টি নজরে আসে তা হলো, বেশ কিছু পরিবর্তন ইউরোপের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে হয়েছে। যেমন: 'Spring—> Summer' etc. এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের আপন বৈশিষ্ট্য হলো সরল নিরলস উচ্ছ্বসিত গতিতে ভাবমাধুর্যটুকু ফুটিয়ে তোলা। আর সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ আপামর ভারতবাসীর প্রাণের ঠাকুর। কিন্তু গদ্যানুবাদকালে কী তবে কবি সেই কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন? — এমনটার উত্তরে বলা যেতে পারে, ইউরোপবাসীর মানসিক গড়নই খানিক এর জন্য দায়ী। নদীমাতৃক সুজলা-সুফলা বঙ্গাদেশের যে কোমলরূপ; সেখানে এই কাব্যসুষমা সারল্যের সঙ্গে ধরা দেওয়ায় তা হয় জনপ্রিয়। আর বিলেতের যাপনচিত্র খেয়াল করলে দেখা যাবে, তাদের চিন্তা ভাবনা সকলই খানিক কেঠো চালের থুড়ি Discipline wayতে। ফলত তাদের কাছে গদ্যের কড়া হাতুড়িই দ্বিগুণ ওজস্বিতার সঙ্গে ধরা দেয় — এমনটা ভাবা নিরর্থক নয়। এরপর আসে,

সেই সবচেয়ে চর্চিত বিষয়; এই অনুবাদের সহকারী W.B. Yeatsএর কথা। তিনি ইংরেজি গীতাঞ্জলির ভূমিকায় লিখছেন... 'এই অনুবাদগুলির পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি দিনের পর দিন... পড়তে গিয়ে মাঝে মাঝেই খাতা বন্ধ করে ফেলতে হয়েছে, যদি কোনো অচেনা লোক দেখে ফেলে আমি কাঁদছি।'[৬] অতএব একথা স্পষ্ট, কবির ভাবানুরাগে তাঁরও হৃদয় ব্যাকুল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে ২৬ নভেম্বর ১৯১২এ রোটেনস্টাইনকে লিখছেন, 'আমি জানতাম আমার ইংরেজি একেবারেই আকৃতিহীন এবং তার ব্যাকরণ এমনই যে স্কুলের ছাত্র সেরকম লিখলে বকুনি খাবে। তারপর এল সেই আনন্দময় দিনগুলি যখন আমি কবিতাগুলি নিয়ে ইয়েটসের সঙ্গে বসলাম, তাঁর কলমের জাদু আমার ইংরেজিকে কিছুটা স্থায়িত্ব দিল।'[৭] এ প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্র মিত্র তাঁর গ্রন্থ 'খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে'তে জানাচ্ছেন, 'পাণ্ডুলিপি সংস্কারের কাজে এই যে collaboration, তাতে ইয়েটসের যেটুকু ভূমিকা ছিল সেটা Correct করারও নয়; revise করারও নয়; শুধু মাত্র suggest করার।'[৮] কিন্তু এই মন্তব্য এক সংকটের মুখে পড়ে, যখন ১৯১৭এর ২৮ জানুআরি ম্যাকমিলান কোম্পানিকে ইয়েটস একটি চিঠিতে লিখে জানান, 'অতীতে আমাকে কী বিপুল পরিমাণ সংস্কার করতে হয়েছে তা হয়তো আপনাদের জানা নেই। টেগোরের ইংরেজি হলো বিদেশির ইংরেজি — আমাকে তিনি লিখেও ছিলেন। তিনি ধরতেই পারেন না কোন শব্দ থেকে তার আত্মা গেছে হারিয়ে।'[৯] — এই অভিযোগ স্বীকার করার আগে নিরপেক্ষ পাঠক উদাহরণ-সহযোগে প্রশ্ন তুলতে পারেন, আদৌ কি আত্মার সৌন্দর্য রক্ষিত হয়েছিল? দ্রষ্টব্য ১০১ নং কবিতা — 'হে মোর দেবতা' কিংবা, ১ নং কবিতা 'আমারে তুমি অশেষ করেছ'। সেখানে 'মধুর রস' কী 'Sweetness'কেই ইঙ্গিত করে? 'Frail vessel'এর অন্তঃসারশূন্যতা এবং 'ফুরায়ে ফেলে আবার ভরে' ওঠার অন্তঃসৌকর্য কী এক? ফলত, এক্ষেত্রে সৌরীন্দ্র মিত্রের মন্তব্যকেই স্বীকৃতি দিতে হয়।

এডওয়ার্ড টমসন কবিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি বাইবেল পড়ে গীতাঞ্জলি অনুবাদ করেছিলেন কিনা — এর উত্তরে কবি জানান, 'I must read them someday'।[১০] কবির এই স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ ইউরোপবাসীর মনে কবিকে নিয়ে, কবির কবিতাকে নিয়ে যে Mystic চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিল তাকে নাকচ করা। কিন্তু সত্য এই-ই যে, তিনি বাইবেল পড়েন নি বা তার দ্বারা প্রভাবিতও হন নি। অজিতকুমার চক্রবর্তী তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আসল কথা হলো, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য-দুই ভিন্ন ভাষায় যখন গীতাঞ্জলি পড়া হচ্ছে, পাঠকদের কাছে তা সর্বদাই একটি মৌলিক 'text' হিসেবে ধরা দিচ্ছে। আপন রূপ-রস-সৌন্দর্যের সমাহার প্লাবিত করছে পাঠকমনে — এইটেই বড়ো বিষয়। আর তাছাড়া কবি যখন অনুবাদকর্মে লিপ্ত হচ্ছেন; তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি নিজেই হচ্ছেন 'First Person Reader' — ফলত তিনি অনুবাদের সময় 'Recreate' করছেন তাঁর কবিতাকে। এই দুই সময়, প্রতিবেশ-ভিন্ন। ফলত তফাৎ থাকাটাই স্বাভাবিক।

প্রথমবার শিলাইদহে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি। আর দ্বিতীয়বারে তিনি জন্ম দিলেন আরেক বিস্ময়ের, যা তাঁকে এনে দিলো বিশ্বব্যাপী খ্যাতি। পদ্মার ছলাৎছল শব্দে চৈত্রের দুপুরে কবি খুব স্বাভাবিক তাড়নাতেই লিখে ফেলেছিলেন তাঁর কয়েক গুচ্ছ কবিতার অনুবাদ। তাই তিনি ৬ মে ১৯১৩এ ইন্দিরাদেবীকে লেখেন: 'কোমর বেঁধে কিছু লেখবার মত বল আমার ছিল না। সেইজন্যই ওই গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি নিয়ে একটি একটি করে তর্জমা করতে বসে গেলুম... আর একদিন যে ভাবের হাওয়ায় মনের মধ্যে রসের উৎসব জেগে উঠেছিল, সেটাকে আর একবার আর এক ভাষার ভিতর দিয়ে মনের মধ্যে উদ্ভাবিত করে নেবার জন্যে কেমন একটা তাগিদ এল। একটি ছোট্ট খাতা ভরে এল।'[১১] — এই-ই হলো মূলত ইতিহাস 'গীতাঞ্জলি' অনুবাদের, যে অনুবাদ মিলিয়েছিল প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সূর্যকে। আর যে অনুবাদের সূত্র ধরে আপামর পাঠকের কাছে রাখিবন্ধন ঘটেছিল দুই কবির — W. B. Yeats এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। এখানেই এর আবেদন চিরকালীন।

তথ্যসূত্র:

১। Owen, S, (1920, Aug 1), 'Letter to Rabindranath Tagore', Wilfred Owen Papers / Tagore Archive Collection, Rabindra Bhavana, Visva-Bharati, Santiniketan

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র' (সপ্তম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৪৬

৩। Edward Thompson, 'Rabindranath Tagore: Poet and Dramatist', London, Oxford University Press, 1926, p. 248

© Santiniketan Sahityapath

৪। Sarojini Naidu, Krishna Kripalini, 'Rabindranath Tagore: A Biography', New Delhi, Visva Bharati, 1962, P. 186

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র' (পঞ্চম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৯

৬। সৌরীন্দ্র মিত্র, 'খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৯৩

৭। Krishna Dutta, Robinson Andrew, (Eds.), 'The Letters of Rabindranath Tagore', Cambridge: Cambridge University Press, 1997, page 82.

৮। সৌরীন্দ্র মিত্র, 'খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩৪

৯। ওই, পৃ. ৩৬

১০। Edward Thompson, 'Rabindranath Tagore: Poet and Dramatist' London, Oxford University Press, 1926, page 55.

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র' (পঞ্চম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ২০

বাংলা সহায়কগ্রন্থ:

১। অজিত চক্রবর্তী, 'রবীন্দ্রনাথ', ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা, ১৯১২

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (ষষ্ঠ খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ২০১৪

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র' (পঞ্চম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ২০১৫

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র' (সপ্তম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ২০১৪

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছিন্নপত্র', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ২০১৫

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছিন্নপত্রাবলী', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ২০১৬

৭। সৌরীন্দ্র মিত্র, 'খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৭

ইংরেজি সহায়কগ্রন্থ:

- Krishna Dutta, Robinson Andrew, (Eds.), 'The Letters of Rabindranath Tagore', Cambridge, Cambridge University Press, 1997
- Rabindranath Tagore, 'Gitanjali: Song Offerings', Kolkata, Visva-Bharati, 2018
- Edward Thompson, 'Rabindranath Tagore: Poet and Dramatist', London, Oxford University Press, 1926
- Sarojini Naidu, Krishna Kripalini, 'Rabindranath Tagore: A Biography', New Delhi, Visva Bharati, 1962

—

© Santiniketan Sahityapath